

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুন ৮, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/০৮ জুন ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ২৭(মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০৫ জুন, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৮ সনের ২৭ নং অধ্যাদেশ

অনিয়ন্ত্রিত ও ব্যাপক দুর্নীতির কারণে জনস্বার্থ এবং স্বাভাবিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যাহত হইবার এবং উহা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রধান অন্তরায় হিসাবে বিবেচিত হইবার প্রেক্ষাপটে দেশ হইতে ক্রমবিস্তৃত ও প্রোথিত দুর্নীতি নির্মূল করা, প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও শিল্প উন্নয়ন অব্যাহত রাখা এবং রাষ্ট্রকে উক্তরূপ দুর্নীতির বিচার ও অপরাধ প্রমাণের ভার লাঘব এবং উক্ত অপরাধ বিচারের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে উহা দ্রুততার সহিত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু অনিয়ন্ত্রিত ও ব্যাপক দুর্নীতির কারণে জনস্বার্থ এবং স্বাভাবিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যাহত হইবার এবং উহা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রধান অন্তরায় হিসাবে বিবেচিত হইবার প্রেক্ষাপটে দেশ হইতে ক্রমবিস্তৃত ও প্রোথিত দুর্নীতি নির্মূল করা, প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও শিল্প উন্নয়নকে অব্যাহত রাখা

( ৩৩৬৩ )

মূল্য : টাকা ১০.০০

এবং রাষ্ট্রকে উক্তরূপ দুর্নীতির বিচার ও অপরাধ প্রমাণের ভার লাঘব এবং উক্ত অপরাধ বিচারের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে উহা দ্রুততার সহিত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও মেয়াদ।—(১) এই অধ্যাদেশ স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ধারা ৫ এর অধীন কমিশনের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অবসান ঘটিবে (shall expire)।

(৩) এই অধ্যাদেশের মেয়াদকাল উক্তরূপে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, এই অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থাদি এই অধ্যাদেশের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

- (ক) “অনুকম্পা” অর্থ ধারা ২৫ এর অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ প্রতিপালনের ফলে স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে উদঘাটিত দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্যের দায় হইতে কোন ব্যক্তিকে অব্যাহতি প্রদান;
- (খ) “আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী” অর্থ পুলিশ বাহিনী, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, আনসার বাহিনী, ব্যাটালিয়ন আনসার, বাংলাদেশ রাইফেলস, কোস্ট গার্ড বাহিনী, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যগণ এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী;
- (গ) “কমিশন” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন;
- (ঘ) “কর্মকর্তা ও কর্মচারী” অর্থ কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী;
- (ঙ) “চেয়ারম্যান” অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;
- (চ) “জাতীয় সমন্বয় কমিটি” অর্থ ৮ই মার্চ, ২০০৭ ইং তারিখের মপবি/পাবলিক কংবিঃশাঃ/উপদেষ্টা পরিষদ-৪/২০০৭/৩৬ নং গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক গঠিত গুরুতর অপরাধ দমন অভিযান সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি;
- (ছ) “দুর্নীতি” এবং “দুর্নীতিমূলক কার্য” অর্থ ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৭, কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯, ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ বা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর তফসিলে বর্ণিত কোন অপরাধ, অথবা অন্য কোন আইনের অধীন স্ট্যাম্প ডিউটি বা নিবন্ধন ফি, অথবা অন্য কোন আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি দ্বারা আরোপিত কোন চার্জ বা লেভিসহ সরকারী কোন রাজস্ব ফাঁকি, অথবা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর কোন বিধান লঙ্ঘন;

- (জ) “বিধি” অর্থ ধারা ৪৬ এর অধীন প্রণীত বিধি;
- (ঝ) “মার্জনা” বা “মার্জনা করা” অর্থ কোন ব্যক্তিকে তাহার স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ করিবার ফলে প্রকাশিত দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্যের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান, যাহার ফলে রাষ্ট্র বা দুর্নীতি দমন কমিশন অথবা সরকারের অন্য কোন সংস্থা উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্তরূপে প্রকাশিত দুর্নীতি বা দুর্নীতিমূলক কার্যের জন্য মামলা বা বিচার কার্যক্রম পরিচালনা হইতে আইনগতভাবে বারিত হইবে;
- (ঞ) “সদস্য” অর্থ কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, সাব-কমিশনের কোন সদস্য;
- (ট) “সাব-কমিশন” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত সাব-কমিশন;
- (ঠ) “স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ” অর্থ অনুকম্পা লাভের জন্য কমিশনের সম্মুখে তদ্বাক্তক নির্ধারিত ফরমে সত্যপাঠ বা শপথ সহকারে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কোন কার্য সংঘটনে প্রাসঙ্গিক ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অকপটে সত্য প্রকাশ করাসহ উক্তরূপ দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ, স্বাবর বা অস্বাবর সম্পত্তি, আর্থিক ও অন্যান্য লাভ, মুনাফা, সুবিধা, পুরস্কার বা অন্য কোন সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য এবং উহার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকিতে পারে এইরূপ অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রকাশ।

৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য।—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। কমিশন প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।—(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর, সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কমিশন, প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রসহ তদ্বাক্তক নির্ধারিত অন্য কোন গণমাধ্যমে জনগণকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে অবহিত করিয়া একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবে—

- (ক) কমিশনের নিকট স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের অধিকার;
- (খ) কমিশনের উদ্দেশ্য; এবং
- (গ) কমিশনের কার্যপরিধি।

(৩) কমিশনের কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

৫। কমিশনের মেয়াদ, ইত্যাদি।—কমিশনের মেয়াদ হইবে, ধারা ৬ এর অধীন গঠিত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) মাস :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পরও, এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশনের নিকট বিবেচনাধীন কোন বিষয় নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকিবে।

৬। কমিশনের গঠন, ইত্যাদি।—(১) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে, যাহাদের মধ্যে হইতে একজনকে তিনি চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবেন।

(২) ধারা ৭(১) এর দফা (ক), (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে দুইজন এবং দফা (ঘ) তে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একজন সদস্য নিয়োগ করিতে হইবে।

(৩) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে আদালতে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৭। সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, সদস্য হইবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি—

- (ক) বাংলাদেশের কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা আপীল বিভাগের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক;
- (খ) মেজর জেনারেল পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এইরূপ কোন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা;
- (গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য, বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক অথবা মহা-পুলিশ পরিদর্শক ব্যতীত, সরকারের সচিব পদে বা সমপদমর্যাদায় কর্মরত ছিলেন এইরূপ অবসরপ্রাপ্ত কোন সরকারী কর্মকর্তা;
- (ঘ) কোন প্রথিতযশা নাগরিক, যিনি তাহার পেশায় বা ডিসিপ্লিনে বা ব্যবসায় বা চাকুরীতে অর্থবহ অবদান রাখিয়াছেন।

(২) কোন ব্যক্তি সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি—

- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;
- (খ) দুর্নীতিপরায়ণ হন;
- (গ) বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক হন;
- (ঘ) নৈতিক স্বলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক যে কোন দণ্ডে দণ্ডিত হন;
- (ঙ) কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হন বা ছিলেন :  
তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক দল হইতে অনূ্যন ১০ (দশ) বৎসর পূর্বে অবসর গ্রহণকারী কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই দফা প্রযোজ্য হইবে না;
- (চ) শৃংখলামূলক কোন কার্যধারায় অভিযুক্ত হন এবং উহা নিষ্পত্তাধীন থাকে;
- (ছ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর উক্ত দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন; এবং
- (জ) দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন।

৮। সদস্য পদে সাময়িক শূন্যতা পূরণ।—(১) মৃত্যু, পদত্যাগ, অক্ষমতা বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে যদি কমিশনের সদস্য পদে কোনরূপ শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে, উক্ত পদ শূন্য হইবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত পদে নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(২) যদি চেয়ারম্যান পদে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সদস্যগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি, নূতন চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯। কমিশনের সভা।—(১) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিশনের অন্যান্য সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সকল সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশনের প্রথম সভার কোরাম গঠিত হইবে এবং পরবর্তী সভাসমূহের ক্ষেত্রে দুইজন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত কার্যবিবরণী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং এইরূপ কার্যবিবরণী উহার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

১০। সদস্যগণের পদত্যাগ।—(১) কোন সদস্য রাষ্ট্রপতি বরাবর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পদত্যাগ সত্ত্বেও, পদত্যাগপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত, প্রয়োজনবোধে, রাষ্ট্রপতি পদত্যাগকারী সদস্যকে তাহার দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।

১১। সদস্যগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি।—কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য এবং সাব-কমিশনের সদস্যগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতাদি, সুযোগ-সুবিধা ও নিয়োগের অন্যান্য শর্ত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১২। প্রধান নির্বাহী।—চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং, কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অপারগ হইলে, ধারা ৮(২) এর অধীন নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, নূতন চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বা বর্তমান চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত, চেয়ারম্যানের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবেন।

১৩। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।—কমিশন বা সাব-কমিশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সহিত সম্পাদনের নিমিত্ত, সরকার, কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী প্রেষণে কমিশনের বা সাব-কমিশনে নিয়োগ করিবে এবং এইরূপ নিয়োগ হইবে সরকার ও কমিশনের পারস্পরিক সম্মত শর্তাধীনে।

১৪। কমিশনের ব্যয় নির্বাহ, ইত্যাদি।—(১) কমিশন বা সাব-কমিশনের সমগ্র মেয়াদে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদিসহ প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক সকল ব্যয় সরকার বহন করিবে এবং উহার জন্য যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহ করিবে।

(২) এই ধারার অধীন কৃত যাবতীয় ব্যয় সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদের অধীন মহা-হিসাব নিরীক্ষকের নিরীক্ষার আওতাধীন হইবে।

১৫। কমিশনের স্বাধীনতা, ইত্যাদি।—(১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সদস্যগণ এই অধ্যাদেশের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।

(২) কমিশন, উহার সদস্যগণ বা প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী রাজনৈতিক বা অন্যান্য পক্ষপাত বা হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত থাকিয়া কার্য সম্পাদন করিবে এবং যেকোন রাজনৈতিক দল, সরকার, প্রশাসন বা প্রত্যক্ষভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী অন্য কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ হইতে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর সামগ্রিকতার আওতায় কমিশন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে উহার কার্যক্রমে যুক্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে যুক্ত করা হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী এককভাবে কমিশনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

১৬। স্বার্থ সম্পর্কে সদস্যগণের দায়িত্ব।—(১) ধারা ৩৫ এর অধীন কমিশনের শুনানীর যেকোন পর্যায়ে যদি ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ কোন সদস্যের দায়িত্ব পালনের সহিত সাংঘর্ষিক হইতে পারে, তাহা হইলে উক্ত সদস্য তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত স্বার্থের সাংঘর্ষিক প্রকৃতি কমিশনের নিকট সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবে যাহাতে অবশিষ্ট সদস্যগণ উক্তরূপ স্বার্থের কারণে নির্দিষ্ট শুনানীতে অংশগ্রহণ করা হইতে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে পূর্ব হইতে বারিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন; তবে উক্ত সদস্য স্বেচ্ছায় শুনানী হইতে নিজেকে বিরত রাখিতে পারিবেন।

(২) কোন সদস্যের তথ্যপ্রকাশ ও তৎসম্পর্কে তাহার এবং অবশিষ্ট সদস্যগণের সিদ্ধান্ত এতদসংক্রান্ত কার্যধারায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং উক্ত কার্যধারা অবশিষ্ট সদস্যগণ অব্যাহত রাখিবেন।

(৩) যদি কোন সদস্য উপ-ধারা (১) এর অধীন স্বার্থের সংঘর্ষ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করিতে ব্যর্থ হন, এবং উক্ত সদস্য কমিশনের কোন সভায় উপস্থিত থাকেন বা অন্য কোনভাবে কার্যধারায় অংশগ্রহণ করেন, তাহা হইলে উক্ত স্বার্থের সংঘর্ষ যে পর্যায়ে উন্মোচিত হইবে সেই পর্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত সকল কার্যক্রম পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যের অংশগ্রহণ ব্যতীত উহা পরিবর্তন বা বাতিল করা যাইবে; এই ক্ষেত্রে উক্ত কার্যধারা অবশিষ্ট সদস্যগণ কর্তৃক অব্যাহত থাকিবে।

১৭। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় শর্ত।—(১) কমিশনের কোন সদস্য—

(ক) সরল বিশ্বাসে এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতি, অনুরাগ, বিরাগ বা পক্ষপাত ব্যতিরেকে, যেকোন ব্যক্তিগত মতামত বা পছন্দ থাকা সত্ত্বেও, নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করিবেন;

(খ) অন্য কোন চাকুরী, পেশা, বৃত্তি বা দায়িত্ব পালন হইতে উদ্ধৃত কোন দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা পরিহারপূর্বক পূর্ণ সামর্থ্যের সহিত দায়িত্ব পালন করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন একজন সদস্যকে উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন কোন বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কমিশনের কোন সদস্য—

(ক) কমিশনের সদস্যপদ, সংযুক্তি বা বিবৃতি বা আচরণ দ্বারা নিজের স্বাধীনতা, অথবা অন্য কোনভাবে কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা, নিরপেক্ষতা বা মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবেন না;

(খ) কমিশনের সদস্যপদের ফলে অর্জিত যে কোন গোপনীয় তথ্য ব্যক্তিগত কার্যে ব্যবহার, বা উহা দ্বারা মুনাফা অর্জন, করিবেন না;

(গ) কমিশনের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন ব্যতীত, অনুরূপ তথ্য অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধানাবলী, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, সাব-কমিশনের সদস্যগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

১৮। কমিশনের উদ্দেশ্য।—(১) কমিশনের উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ—

- (ক) দ্রুত নিষ্পত্তিসহ অনুকম্পা লাভের জন্য দুর্নীতি বা দুর্নীতিমূলক কার্য সংক্রান্ত স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশে উৎসাহদান, যাহাতে দুর্নীতি মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হয় এবং বিচার কার্যক্রম ও অপরাধ প্রমাণের ভার লাঘব হইয়া অর্থনীতি ও শিল্পের অগ্রগতির জন্য জাতির সময়, শক্তি ও সম্পদ অক্ষুণ্ণ থাকে; এবং
- (খ) রাষ্ট্রকে উক্তরূপ দুর্নীতির বিচার ও অপরাধ প্রমাণের ভার লাঘব ও উক্ত অপরাধ বিচারে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে উহা দ্রুততার সহিত নিষ্পন্ন করা।

(২) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকারী কোন ব্যক্তিকে অনুকম্পা প্রদর্শনের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক কোন বিষয় পরীক্ষা এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদানের ক্ষমতাকে উপ-ধারা (১) এর বিধান সীমাবদ্ধ করিয়াছে মর্মে ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

১৯। কমিশনের এখতিয়ার।—(১) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের উপর কমিশনের অনুকম্পা প্রদর্শনের এখতিয়ার থাকিবে—

- (ক) কমিশনের নিকট অনুকম্পা চাহিয়া স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি;
- (খ) কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের সময় উল্লিখিত অন্য কোন ব্যক্তি, যদি কমিশন কর্তৃক সেই ব্যক্তি উক্ত তথ্য প্রকাশের নোটিশপ্রাপ্ত হইয়া, কমিশনের নিকট লিখিতভাবে নিজেও স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন;
- (গ) জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত কোন ব্যক্তি, যখন—
  - (অ) উক্ত কমিটির বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি দুর্নীতিমূলক কার্যের সহিত যুক্ত ছিলেন অথবা সমাজে দুর্নীতিপরায়ণ হিসাবে তাহার দুর্নাম রহিয়াছে এবং উক্ত ব্যক্তি কমিশনের নিকট স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট লিখিতভাবে তাহার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন;
  - (আ) দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধান বা তদন্ত চলাকালীন সময়ে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্যের সহিত উক্ত ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ পায় এবং সেই ব্যক্তি কমিশনের নিকট স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; এবং
- (ঘ) উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক প্রেরিত কোন ব্যক্তি, যদি অভিযোগপত্র দাখিল হওয়ার পর, আদালতে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানীর সময়, লিখিতভাবে আদালতের নিকট আবেদন পেশ করেন যে, তিনি অভিযোগ গঠনের পরিবর্তে কমিশনের নিকট স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশে ইচ্ছুক।

(২) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৪৩ এর অধীন স্বেচ্ছায় অর্থ প্রদান জমাকারী ব্যক্তির উপরও কমিশনের অনুকম্পা প্রদর্শনের এখতিয়ার থাকিবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে কমিশনের এখতিয়ার থাকিবে না—

(ক) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের দ্বারা অস্ত্র, মাদকদ্রব্য, মানব পাচার, পতিতাবৃত্তি, সন্ত্রাস, হত্যা বা ধর্ষণ সম্পর্কিত অপরাধ;

(খ) ধারা ২ এর দফা (ছ) এ দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্যের সংজ্ঞায় উল্লিখিত আইনসমূহের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ।

২০। গোপনীয়তা।—(১) কমিশন উহার ক্ষমতার প্রয়োগ, দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদনকালে প্রাপ্ত তথ্য যাহা কমিশন কর্তৃক গোপনীয় বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে উহা সংরক্ষণ করিবে এবং কোন সদস্য তাহার দায়িত্ব পালনকালে এইরূপ কোন তথ্য প্রাপ্ত হইলে উহা সংরক্ষণ করিতে কমিশনকে সহায়তা করিবেন।

(২) কমিশনের কোন সদস্য তাহার ক্ষমতার প্রয়োগ, কার্যসম্পাদন বা দায়িত্ব পালন ব্যতীত, সদস্য হিসাবে অথবা কমিশনের কোন সভায় অংশগ্রহণকালে প্রাপ্ত কোন তথ্য প্রকাশ করিবেন না।

(৩) আইনজীবীসহ কোন ব্যক্তি কমিশনের সম্মুখে তাহার পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে প্রাপ্ত এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী অনুসারে গোপনীয় কোন তথ্য প্রকাশ করিবেন না।

(৪) কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত নহে এইরূপ কোন ব্যক্তির, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী অনুসারে গোপনীয় কোন তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার থাকিবে না।

২১। জাতীয় সমন্বয় কমিটি, ইত্যাদি কর্তৃক রেফারেন্স প্রেরণের পদ্ধতি।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জাতীয় সমন্বয় কমিটি, দুর্নীতি দমন কমিশন বা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক কমিশনের নিকট কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছানুযায়ী স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের জন্য প্রেরণকালে উক্ত কমিটি, কমিশন বা বাহিনী সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, যদি থাকে, প্রেরণ করিতে পারিবে।

২২। আদালত কর্তৃক কমিশনে রেফারেন্স প্রেরণ, ইত্যাদি।—(১) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তিকে, জামিন বা হেফাজতে, কমিশনের নিকট প্রেরণকালে সংশ্লিষ্ট আদালত ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উহার কার্যক্রম স্থগিত রাখিয়া সংশ্লিষ্ট মামলার নথিপত্র কমিশনে প্রেরণ করিবে।

(২) যদি কমিশন, উক্ত ব্যক্তির স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ—

(ক) প্রাপ্ত হইয়া, ধারা ২৫ এর অধীন উহার ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আদেশ প্রদানপূর্বক মামলার নথিপত্র সংশ্লিষ্ট আদালতে ফেরত প্রদান করে, তাহা হইলে আদালত Code of Criminal Procedure, 1898(V of 1898) এর ধারা ২৪৯ এর পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম পরিসমাপ্তির (stop proceeding) আদেশ প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন আদালত কর্তৃক বিচার কার্যক্রম পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তিকে আদালতের নিকট কমিশন কর্তৃক ধারা ২৬ (৩) এর অধীন প্রদত্ত সনদ উপস্থাপন করিতে হইবে।

(খ) যদি কমিশন উক্ত ব্যক্তির স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ গ্রহণে অপরাগতা প্রকাশ করিয়া মামলার নথিপত্র আদালতে ফেরত প্রদান করে, তাহা হইলে আদালত স্থগিতের পূর্বে বিচারকার্য যে পর্যায়ে ছিল সেই পর্যায়ে হইতে পুনরায় আরম্ভ করিবে।

২৩। স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ দাখিলের সময়সীমা।—ধারা ২১ ও ২২ এর অধীন জাতীয় সমন্বয় কমিটি, দুর্নীতি দমন কমিশন বা উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে, উক্ত ব্যক্তি প্রেরণের তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ দাখিল করিবে।

২৪। কমিশনের কার্যাবলী।—কমিশনের কার্যাবলী হইবে—

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নির্ধারণ বা স্থির করা-

(অ) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত (disclosed) দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য তথ্য প্রকাশকারী ব্যক্তির নিজস্ব বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিশ্রেণীর উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা অনুসারে (deliberate planning) সংঘটিত হইয়াছে কিনা;

(আ) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতি সংঘটনের ক্ষেত্রে উক্তরূপ তথ্য প্রকাশকারী ব্যক্তি মূল অপরাধী বা প্ররোচনাকারী বা সহায়তাকারী কিনা এবং উক্ত ব্যক্তি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া অনুরূপ দুর্নীতি বা দুর্নীতিমূলক কার্যের সহিত যুক্ত হইয়াছেন কিনা;

(ই) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্যের ফলে তথ্যপ্রকাশকারী ব্যক্তি নিজে কোন লাভ, মুনাফা, পুরস্কার, অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি বা অন্য কোন সুবিধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা;

(খ) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ এবং এই অধ্যাদেশের অধীন তৎসম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রাপ্ত কোন তথ্য গোপনীয় বলিয়া ঘোষণা করা;

(ঘ) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত ঘটনা ও তথ্যের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক ধারা ২৫ এর অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তৎসম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা; এবং

(ঙ) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্যের দায় হইতে মার্জনা লাভের উদ্দেশ্যে, স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকারী ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা লাভের সুযোগ সৃষ্টি ও উৎসাহিত করা।

২৫। কমিশনের অনুকম্পা প্রদর্শনের ক্ষমতা, ইত্যাদি।—(১) কমিশন, কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা সমীচীন বলিয়া মনে করিলে, উক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করাসহ স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি, ঘটনা ও বিরাজমান পারিপার্শ্বিকতা পরীক্ষার পর, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকারী ব্যক্তির বিষয়টি অনুকম্পাযোগ্য, তাহা হইলে কমিশন—

(ক) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্যের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকারী ব্যক্তি কমিশনের বিবেচনায়, যে পরিমাণ অর্থ অর্জন, লাভ বা মুনাফা অর্জন করিয়াছেন অথবা যে পরিমাণ অর্থের সুবিধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন উহার যথাপরিমাণ (commensurate) অর্থ রাষ্ট্রের নিকট, কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, প্রত্যর্পণ করিবার, অথবা

- (খ) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতি বা দুর্নীতিমূলক কার্যের ফলে স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকারী ব্যক্তি, কমিশনের বিবেচনায়, যে পরিমাণ অর্থ, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি, সম্পদ, রেয়াত, বিশেষ অধিকার, ব্যবসা, উপকার, মুনাফা, লাভ, অবাঞ্ছিত বা অবৈধভাবে সুবিধা, গ্রহণ করিয়াছেন বা মালিক হইয়াছেন বা অর্জন করিয়াছেন উহা, কমিশনি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, জমা বা ফেরত প্রদান অথবা উহা জব্দ, বাজেয়াপ্ত, অপসারণ ও ক্রোক করিবার, আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কমিশন তদকর্তৃক জারিকৃত আদেশ সম্পর্কে অবহিত করিবার উদ্দেশ্যে সিলমোহরযুক্ত পত্রযোগে আদেশের একটি কপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবে।

২৬। কমিশনের আদেশের পরিণতি, ইত্যাদি।—(১) কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ গ্রহণ করিয়া তথ্য প্রকাশকারী ব্যক্তির ব্যাপারে ধারা ২৫ এর অধীন কোন আদেশ জারি করা হইলে, উক্ত ব্যক্তি আদেশ জারির পরবর্তী অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসরের জন্য নিম্নবর্ণিত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার বা হইবার অযোগ্য হইবেন—

- (ক) সংবিধান বা আইনের দ্বারা বা অধীন নির্বাচিত কোন পদ, যথা—সংসদ সদস্য অথবা জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত মেয়র, কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান বা সদস্য অথবা কোন বাণিজ্য সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, পেশাজীবী সংগঠনের কোন নির্বাহী বা নির্বাচিত পদ; অথবা
- (খ) কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পাবলিক কোম্পানীর চেয়ারম্যান, সদস্য বা পরিচালক, অথবা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য বা পরিচালক; অথবা
- (গ) সংবিধানের অধীন কোন পদ :

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৯(১) এর দফা (ক) ও (খ) এবং ধারা ৪৩ এর দফা (ক) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্তরূপ অযোগ্যতা প্রযোজ্য হইবে না।

(২) কমিশন ধারা ২৫ (১) অধীন জারিকৃত আদেশ সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করিলে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত উক্তরূপ অবহিতকরণ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অযোগ্যতার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) কমিশন কর্তৃক ধারা ২৫(১) এর অধীন কোন ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া আদেশ প্রদান করা হইলে, উক্ত ব্যক্তি, কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, কমিশনের আদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন ও কার্যকর করা সাপেক্ষে, তাহার স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্যের ফৌজদারী দায় হইতে তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইবেন; এবং কমিশন যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য হইতে উহার আদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত ও কার্যকর হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্যের ফৌজদারী দায় হইতে মার্জনার বিষয়টি উহার স্বাক্ষরিত সিলমোহরযুক্ত পত্রযোগে অবহিত করিবে, যাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মার্জনার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

২৭। স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ গ্রহণে কমিশনের অধীকৃতি।—যদি কমিশনের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ সত্য ও অকপট নহে, অথবা স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতি বা দুর্নীতিমূলক কার্য জাতীয় স্বার্থ ও অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যাহা অনুকম্পার জন্য বিবেচিত হওয়া সমীচীন হইবে না, তাহা হইলে কমিশন উক্ত ব্যক্তির স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে।

২৮। স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ পদ্ধতি, ইত্যাদি।—(১) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশে ইচ্ছুক ব্যক্তি, এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, অথবা কমিশন কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে, কমিশনের সম্মুখে স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া কমিশনের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের আবেদন প্রাপ্তির পর, কমিশন স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কমিশনের নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত এইরূপ অধিকতর তথ্য সরবরাহ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) ধারা ২১ ও ২২ এর অধীন কমিশনের নিকট প্রেরিত রেফারেন্স, এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বা কমিশন কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে, পেশ করিতে হইবে।

(৪) কমিশন নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ এবং উক্তরূপ তথ্যপ্রকাশকারী ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে পারিবে যাহাতে কমিশন উহার সত্যতা ও সঠিকতার বিষয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারে; তবে ধারা ১৯(১) এর অধীন স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকারী ব্যক্তিকে কমিশন কর্তৃক পরীক্ষিত হওয়া হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত উপ-ধারার অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাতীত, কমিশন প্রয়োজন মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে তদ্বর্তক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমন জারী করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে কমিশন কর্তৃক সমনপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে পরীক্ষিত হওয়ার জন্য কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) যদি কমিশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উহার নিকট স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য অকপট ও সত্য এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত কাজে জড়িত ছিলেন বলিয়া আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত এবং ভবিষ্যতে উক্তরূপ দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্যে লিপ্ত হইবেন না মর্মে অস্বীকার করেন, এবং কমিশনের মতে উক্ত ব্যক্তি অনুকম্পা লাভের যোগ্য, তাহা হইলে কমিশন ধারা ২৫ এ উল্লিখিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৮) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকারী ব্যক্তি বা এই ধারার অধীন কমিশন কর্তৃক সমনপ্রাপ্ত বা পরীক্ষিত যে কোন ব্যক্তি, কমিশনের নিকট তদ্বর্তক তলবকৃত যে কোন দলিল উপস্থাপন করিতে বা স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন, যদিও উক্ত দলিল বা প্রশ্নোত্তরের ফলে তিনি ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হইতে পারেন।

(৯) উপ-ধারা (৮) অধীন কমিশনের সম্মুখে প্রশ্নোত্তর বা তথ্য বা স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতের ফৌজদারী কার্যধারায় বা অন্য কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(১০) এই ধারার বিধানাবলী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, সাব-কমিশনে বিচার কার্যক্রমে প্রযোজ্য হইবে।

(১১) কমিশন, প্রয়োজনীয় ও সমীচীন মনে করিলে, আদেশ দ্বারা, এতৎসম্পর্কিত অতিরিক্ত অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ বা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৯। কমিশনকে সহায়তার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা।—এই অধ্যাদেশের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিশন বা উহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কোন সরকারি-বেসরকারি বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে, বা উহাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে, বা সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে, প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং এইরূপে অনুরোধ করা হইলে, উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিবে।

৩০। স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের বিষয় বিবেচনায় ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক অনুসরণীয় নীতি।—কমিশন স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের বিষয় ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করিবে, যথাঃ—

- (ক) দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছতার সহিত বিবেচনা করা;
- (খ) ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ, জন্মস্থান অথবা রাজনৈতিক বিশ্বাস বা সংশ্লিষ্টতা নির্বিশেষে স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকারী সকল ব্যক্তির প্রতি সম আচরণ করা;
- (গ) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকারী ব্যক্তিগণের অসুবিধা দূরীকরণ এবং প্রয়োজনে গোপনীয়তা রক্ষা করা।

৩১। সাব-কমিশন।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশনের কার্যভার লাঘবের উদ্দেশ্যে সরকার, প্রয়োজনে, কমিশনের সুপারিশক্রমে, অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) টি সাব-কমিশন গঠন করিতে পারিবে।

(২) প্রত্যেক সাব-কমিশন ২ (দুই) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে যাহাদের মধ্যে একজন উহার চেয়ারম্যান হিসাবে কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) সাব-কমিশন, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে অবস্থিত হইবে।

৩২। সাব-কমিশনের এখতিয়ার।—কেবল কমিশন কর্তৃক সাব-কমিশনের নিকট প্রেরিত বিষয়সমূহে উহার এখতিয়ার থাকিবে।

৩৩। সাব-কমিশনের কার্যাবলী।—(১) সাব-কমিশন ধারা ২৪ এ উল্লিখিত কমিশনের কার্যাবলী সম্পন্ন করিবে এবং কমিশন কর্তৃক ধারা ২৫ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ২৭ এর অধীন উহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) সাব-কমিশনের এইরূপ প্রতিবেদন ও সিদ্ধান্ত কমিশন কর্তৃক গৃহীত হইবার পর উহা কমিশনের প্রতিবেদন ও সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) সাব-কমিশন ধারা ২৫ ও ২৭ এ উল্লিখিত কমিশনের কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

৩৪। সাব-কমিশনের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা—(১) নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সাব-কমিশনের সদস্যগণ নিযুক্ত হইবেন—

- (ক) হাইকোর্ট বিভাগের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক;
- (খ) কমপক্ষে অতিরিক্ত সচিব পদে বা পদমর্যাদায় কর্মরত ছিলেন এইরূপ অবসরপ্রাপ্ত কোন সরকারি কর্মকর্তা;
- (গ) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদ মর্যাদার নিম্নে নহেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এইরূপ একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;
- (ঘ) কোন প্রতিভাশালী নাগরিক যিনি তাহার পেশা বা ডিসিপ্লিন বা ব্যবসা বা চাকুরীতে অর্থবহ অবদান রাখিয়াছেন।

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য হইবার ক্ষেত্রে ধারা ৭(২) এ উল্লিখিত অযোগ্যতা সম্পর্কিত বিধানাবলী সাব-কমিশনের সদস্যগণের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৩৫। কমিশনের শুনানী।—(১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশনের শুনানী প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) যদি কমিশন উহার নিকট শুনানীর ক্ষেত্রে এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে প্রকাশ্যে শুনানী করা হইলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন অথবা ন্যায় বিচারের স্বার্থে উক্ত শুনানী রুদ্ধদ্বার কক্ষে করা আবশ্যিক, তাহা হইলে উক্ত শুনানী রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে মর্মে কমিশন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ নির্দেশ প্রদান করা হইলে, সাধারণ জনগণ বা উহার কোন শ্রেণী উক্ত কার্যক্রম বা উহার কোন পর্যায়ে উপস্থিত থাকিতে পারিবে না।

(৩) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকারী ব্যক্তি রুদ্ধদ্বার কক্ষে কার্যক্রম পরিচালনার আবেদন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কমিশন বিষয়টি রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুনানী করিতে পারিবে।

(৪) শুনানী রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে কিনা তৎসম্পর্কে কমিশন যেকোন সময় উহার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারার বিধানাবলী সাব-কমিশনে কোন শুনানীর ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৩৬। শুনানীর সময়সীমা।—কমিশন উহার নিকট স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে শুনানী সম্পন্ন ও চূড়ান্ত করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অনিবার্য কারণে সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে কমিশন, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, অতিরিক্ত ৭ (সাত) দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৩৭। কমিশনের সহজাত ক্ষমতা।—এই অধ্যাদেশের কোন কিছুই এই অধ্যাদেশের কোন বিধান বা কমিশনের অন্যান্য উদ্দেশ্য কার্যকর, উহার আদেশ বা নির্দেশ বাস্তবায়ন, অথবা কমিশনের সন্মুখে চলমান কোন কার্যধারার অপব্যবহার রোধ করিবার বিষয়ে কমিশনের ক্ষমতাকে সীমিত বা ব্যাহত করিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে না।

৩৮। আইনগত প্রতিনিধিত্ব।—(১) কমিশনের সন্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকারী, সমনপ্রাপ্ত বা তলবকৃত যেকোন ব্যক্তি, কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে, একজন আইনগত প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার বিধানাবলী সাব-কমিশনের সনুখে বিবেচনাধীন কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৩৯। অপরাধ ও দণ্ড।—(১) কোন ব্যক্তি যদিঃ—

- (ক) কোন স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ সম্বন্ধে কমিশনের শুনানী ও সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে, কমিশনের সিদ্ধান্ত কমিশন কর্তৃক প্রকাশের পূর্বে, অনুমানের ভিত্তিতে প্রকাশ করেন;
- (খ) স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের সহিত সম্পর্কিত কমিশনের বিবেচনাধীন বা বিবেচিতব্য কোন বিষয় প্রভাবিত করিবার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন কিছু করেন;
- (গ) কমিশনের সহিত সম্পর্কিত এমন কোন কার্য সম্পাদন করেন যাহা আদালতের ক্ষেত্রে করিলে আদালত অবমাননা করা হইত;
- (ঘ) এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশন অথবা উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক কোন কার্য সম্পাদনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন;
- (ঙ) ইচ্ছাকৃতভাবে কমিশন বা উহার কোন সদস্যের নিকট মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করেন;
- (চ) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে কমিশন কর্তৃক তলব বা সমন পাওয়া সত্ত্বেও, কোন উপযুক্ত কারণ ব্যতীত—
  - (অ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে বা শুনানী সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অথবা কমিশন কর্তৃক অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হন;
  - (আ) তাহার দখলে, হেফাজতে অথবা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোন দলিল উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন;
  - (ই) কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত বা প্রয়োজনীয় সত্যপাঠ করিতে বা শপথ করিতে অস্বীকার করেন; অথবা
  - (ঈ) তাহার নিকট উপস্থাপিত কোন প্রশ্নের জবাব তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাসসম্মতে সঠিক ও সন্তোষজনকভাবে প্রদান করিতে ব্যর্থ হন;
- (ছ) এই অধ্যাদেশের বিধান লঙ্ঘনপূর্বক কোন গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করেন;
- (জ) এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশন কর্তৃক কোন পরীক্ষা বা শুনানীর আশংকা করিয়া উক্ত পরীক্ষা বা শুনানী সম্পর্কিত কোন দলিল ধ্বংস করেন;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৪০। ধারা ২৫ এর অধীন কমিশনের আদেশ লঙ্ঘনের দণ্ড।—(১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ২৫ এর অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যর্থতা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) এই ধারার অধীন কমিশন কোন লিখিত অভিযোগ দাখিল করিলে, স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধ সংগঠন ব্যতীত উক্ত তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য সম্পর্কে পৃথক মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪১। ধারা ২৮ (৬) এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ড।—(১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ২৮ (৬) এর অধীন তলবকৃত বা সমনপ্রাপ্ত হইয়া কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যর্থতা হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি কমিশনের নিকট হইতে তলবকৃত বা সমনপ্রাপ্ত হইয়া কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে কমিশনের প্রতিবেদন ব্যতিরেকে কোন আদালত, বা, ক্ষেত্রমত, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(৩) কমিশনের উক্ত প্রতিবেদন উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধ সংঘটিত হইবার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

৪২। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার।—(১) কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন কোন মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) কমিশনের উক্ত লিখিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য হইবে।

৪৩। স্বেচ্ছায় অর্থ জমা প্রদান সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।—জরুরী অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা কালে যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দুর্নীতিমূলক অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত কোন অর্থ সরকারী কোষাগারে এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পূর্বে জমা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে—

(ক) উক্ত অপরাধ সম্পর্কে জাতীয় সমন্বয় কমিটি, দুর্নীতি দমন কমিশন বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক কোন অনুসন্ধান বা তদন্ত বা অন্য কোন কার্যধারা পরিচালিত না হইয়া থাকিলে উক্ত অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন জমাকৃত এবং বৈধভাবে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন কর্তৃক অনুকম্পা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) উক্ত অপরাধ সম্পর্কে উক্ত কমিটি, কমিশন বা বাহিনী কর্তৃক কোন অনুসন্ধান তদন্ত বা অন্য কোন কার্যধারা চলমান থাকিলে এবং উক্ত বিষয়ে ধারা ২১ এর অধীন কমিশনে কোন রেফারেন্স প্রেরণ করা হইলে উহা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ২৫ এর অধীন কমিশন কর্তৃক অনুকম্পাযোগ্য হইবে।

৪৪। দায়মুক্তি।—এই অধ্যাদেশ বা তদধীনে প্রণীত বিধি বা প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের জন্য বা উহার অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত বলিয়া আপাতদৃষ্টে বিবেচনা করা যায় এমন কিছুর কারণে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তিনি কমিশন বা সাব-কমিশন অথবা উহাদের চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৪৫। জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।—কমিশনের দায়িত্ব সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের বিধানে অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া যথাযথ আদেশ জারিসহ কমিশনের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৪৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, সরকার, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

তারিখ : ২২-০২-১৪১৫ বঙ্গাব্দ  
০৫-০৬-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

কাজী হাবিবুল আউয়াল  
ভারপ্রাপ্ত সচিব।